টেক্সাসের ৭ বছর বয়সী শিশুর মাউন্ট কিলিমানজারো আরোহন

শেয়ার আমেরিকা – ২৯ জুন, ২০১৮

পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছে গেলেন মন্টানা কেনি এবং তার মা হোলি। (হোলি কেনির সৌজন্যে)

এ বছর স্কুলের ছুটি দুর্দান্তই কেটেছে মন্টানা কেনির – ৭ বছর বয়সী এই শিশু মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে তানজানিয়ার মাউন্ট কিলিমানজারোয় আরোহনের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

আফ্রিকার ৫,৮৯৫ মিটার উঁচু সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিলিমানজারো আরোহন ছিল মার্চে স্কুলের অবকাশে মন্টানার প্রকল্প। এই অভিযান তাকে নিজের শক্তিমত্তার সামর্থ্য উপলব্ধি করতে এবং ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া ও অপরাপর সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

টেক্সাসের অধিবাসী মন্টানাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর মা হোলি কেনি।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হোলি কেনি বলেন, "আমার বোন আমার কাছে জানতে চাইলো, আমি তার সঙ্গে কিলিমানজারো আরোহনে আগ্রহী কিনা। আমরা পরিকল্পনা পর্ব শুরু করে দিলাম। কিন্তু সে এটা থেকে সরে গেল। সে ঠিক করলো, এটা সে আর করবে না। তখন আমি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে বলি, তারা কেউ যেতে আগ্রহী কিনা। মন্টানা খিলখিল করে বলে উঠলো, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো, মামি।"

মন্টানা একটা বিশ্বরেকর্ডও গড়তে চেয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ৩ বছর বয়সে হারানো বাবার স্মৃতির উদ্দেশে এটা উৎসর্গ করতে চেয়েছে সে।

সে বললো, 'আমি জানতাম, স্বর্গ মাউন্ট কিলিমানজারো থেকে খুব বেশি উপরে নয়। কাজেই আমি এটা করতে চেয়েছি।'

শৃঙ্গে পৌঁছাতে তাদের ছয় দিন লেগেছে।

মাউন্ট কিলিমানজারো আরোহনের প্রস্তুতি নিতে টেক্সাসের পার্বত্য অঞ্চলে মায়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়েছে মন্টানা কেনি। (হোলি কেনির সৌজন্যে)

চূড়ায় আরোহন

চূড়ায় উঠে মন্টানা যা করেছে, তা দেখে কেনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

কেনি বলেন, 'মন্টানাকে বাবার উদ্দেশে চুমু ছুড়ে দিতে দেখা, স্বর্গে বাবার যতোটা কাছে যাওয়া যায়, ও যে ততোটা কাছে গিয়েছে, এটা জানতে পারা, একজন মায়ের জন্য এটা খুবই অর্থবহ।'

সে মুহূর্তে মন্টানা ভীষণ ক্লান্ত ছিল। তবে নিজের অর্জন নিয়ে রোমাঞ্চিত ছিল সে।

সে বলল, 'সময়টা দীর্ঘ লাগছিল আমার কাছে। আমি সত্যি রোমাঞ্চিত। তবে আমাদের কখন নিচে নামার পালা আসবে তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভাবছিলাম না। চূড়ায় উঠতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু নামতে ইচ্ছা করছিল না আমার।'

শৃঙ্গ আরোহন ছাড়িয়ে

কিলিমানজারোর চূড়ায় ওঠার অর্জন এবং বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি এই সফর নতুন নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে।

কেনি বলেন, 'আমরা পাহাড়ে অবস্থানকালে শুধু যে নানান ধরনের খাদ্য খেয়েছি, তাই নয়, পরবর্তীকালে আমরা দুটি সাফারিতে গিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমরা জানজিবারে গিয়েছি। একটা শহরে থেমে সেখানে থেকেছি আমরা, যাতে জানতে পারি তানজানিয়ায় মানুষ কিভাবে থাকে। আমরা তাদের স্থানীয় বাজারে গিয়েছি, বেশ কয়েকজন দোকানির সঙ্গে কথা বলেছি। বেশ কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি আমরা। সেগুলো সত্যি খুব আনন্দের ছিল। আমার মেয়েকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল ওই শহরে বসবাসকারী শিশুদের। মজা হলো খুব।'

এই নিবন্ধটি ভয়েস অব আমেরিকায় প্রকাশিত আরেকটি বড় লেখা থেকে নেওয়া।